ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

বাজার অর্থনীতি, সমাজতন্ত্র ও বাংলাদেশ

মোঃ হাসিবুর রহমান

Market Economy, Socialism and Bangladesh.

Md. Hasibur Rahman

Abstract : Socialism, before passing one hundred years become shy in the USSR (present CIS). In China also reforms measures have been accepted. But in Asia, Africa and in Latin America that means in the third world countries Socialism still have not been introduced though one of the state principles is 'Social and Economic Justice'. In all of our foreign agreements for loans condition is given that we must buy from the capitalist countries. So Socialism, not only in Bangladesh, but also in non-aligned group is being disturbed by the new imperialists-the developed donor countries. Karl Marx wrote to save capitalism by stopping exploitation to the labouring class. But the labouring class (both mental & physical) in the third world countries and in non-aligned group still could not test the touch of Socialism. Donors do not give Nobel Prize to socialist uncompromising writers, donors do not give World Bank Aid and IMP Aid to fill up import-export gap by commodity aid to Socialist countries for their system of production, banking and international trade and costing (not following the theory of international trade such as-comparative cost etc.) So for donation and cooperation of donors we are to fulfill the condition of aid and donation for increasing our growth rate by foreign aid which fills up our gap between internal saving and investment. Though there is possibility of Socialism in the third world countries in future but still our economy is poor, private enterprises are losing and not profitable. So they are to be nursed at present in different ways to be grown up. And at a stage when they will be group up we may take a step for Socialism and after a period we may take a new start by merging the property of the rich and the poor together. So, we shall then take up the New Economic Policy i.e. denationalization like Russia and China.

বর্তমানে সারা বিশ্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হচ্ছে বাজার অর্থনীতি অর্থাৎ মুক্ত বাজার অর্থনীতি। বিশেষ করে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পতনের পর হতে বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সকল মহলে দৃষ্টি আকর্ষণ

* পরিচালক, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

করেছে। বিষয়টি এখন আর শুধু অর্থনীতির সীমাবদ্ধ গন্ডীতে আবদ্ধ নেই। অর্থনীতি বিষয়ক এই আলোচনা স্পর্শ করেছে বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, আমলা নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণীর মানুষকে।

বাজার বলতে আমরা সাধারণত সেই স্থানকেই বুঝি যেখানে ক্রেতা এবং বিক্রেতা মিলিত হয়। যেমন আমাদের চারপাশে রয়েছে অসংখ্য বাজার, যেখান থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করি কিংবা বিক্রয় করি। কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার বলতে এ ধরনের কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় না। অর্থনীতিতে বাজার বলতে কোনো সাধারণ দ্রব্য বা সেবার বাজারকে বুঝায়। যেমন শেয়ার বাজার, চামড়া বা চায়ের বাজার প্রভৃতি।

বাজার অর্থনীতি হচ্ছে কোনো দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সেই বিশেষ উন্নয়নমুখী প্রক্রিয়া যেখানে বাজার বিষয়ক ধারণা বা বাজার দর্শন কার্যকর। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে এটি একটি দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করে। চাহিদা এবং সরবরাহ অর্থাৎ বাজার দ্বন্দ্বের দুটো দিক। এর পেছনে রয়েছে ক্রেতা এবং ভোক্তা। যাদের আচরণের মধ্যেও রয়েছে দ্বান্দ্বিকতার অস্তিত্ব। দাম কমলে ক্রেতা বেশি কেনে, কিন্তু বিক্রেতা সরবরাহ করে কম; অন্যদিকে দাম বাড়লে বিক্রেতা সরবরাহ বাড়ায় কিন্তু ক্রেতার চাহিদা কমে। বাজার অর্থনীতি এমন এক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া যা দাম নির্ধারণের দায়িত্বটা বাজারের নিয়ামক শক্তিসমূহের ওপর ছেড়ে দেয়ার পক্ষপাতি। কোনো বাহ্যিক চাপ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে কোনো দ্রব্য বা সেবা সামগ্রীর দাম কমানো বা বাড়ানো বাজার অর্থনীতির মেজাজের পরিপন্থী।

বাজার অর্থনীতিতে আছে প্রতিযোগিতা, অনেক ক্রেতা-বিক্রেতা, ক্রেতা ও বিক্রেতার দর কষাকষিতে এবং চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতে একটা মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মূল্য নিরূপিত হয় উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে। উৎপাদন খরচের মধ্যে আবার মূলধনী যন্ত্রপাতি ও বিল্ডিং এর খরচ বা ভাড়া অন্তর্ভুক্ত হয় না। এসব বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। এমনকি ব্যাংকিং খাত থেকে ভর্তুকি হিসেবে কম সুদে পুঁজি সরবরাহ করা হয়

তারপর যে মূল্য নির্ধারণ করা হয় তা সবসময়ই আন্তর্জাতিক মূল্যের তুলনায় কম দেখানো হয়। প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে Accounting Price বা Oportunity Cost বাজার অর্থনীতির মত খরচ হিসাব করা হলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতেও ভোগ্যপণ্যের মূল্য অনেক বেশী হতো Comparative Cost আরো বেশী হবার জন্য। তাই খরচের পরিমাণ বেশী হলেও তারা উৎপাদন করতে থাকে, আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আমদানীর উপর নির্ভর করে না। যে কারণে আইএমএফ অদ্যাবধি রাশিয়াকে সদস্য পদ দেয়নি এবং আমদানী-রফতানী ঘাট্তি পূরণের জন্য ভোগ্যপণ্য-উৎপাদন সহায়তা (Commodity Aid)ও দেয় না। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে, সেখানে শর্ত বেঁধে দেয়া হয় যে, এই ঋণ শুধুমাত্র পুঁজিবাদী দেশসমূহ থেকে আমদানী অথবা অন্য কোনো পুঁজিবাদী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজেই ব্যবহার করা যাবে। তুলনামূলকভাবে, বাজার অর্থনীতিতে মূল্য নিরূপণ, ব্যাংকিং এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সব কিছুই ভিন্ন ধরনের। অর্থাৎ বাজার অর্থনীতি হচ্ছে বাজারের স্বাভাবিক পরিণতি, কোনো আরোপিত তত্ত্ব নয়। বলা যায় বাজার অর্থনীতি অর্থনীতিকে তার স্বাভাবিক বিকাশের দিকে ধাবিত করার পক্ষে কাজ করে।

অপরপক্ষে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সামগ্রিক বাজার ব্যবস্থাপনার ওপর থাকে Administrative Command বা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ। যেখানে মূল্য বেধে দেয়া হয়। উৎপাদক বা বিক্রেতার সাথে ক্রেতার সরাসরি যোগাযোগ থাকে না। রাশিয়া এবং চীনের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদাহরণ।

বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

স্বাধীনতা উত্তরকালে পরিত্যাক্ত কলকারাখানাসমূহে উৎপাদন কম অথচ খরচ বেশি হওয়ায় সেগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য ভর্তুকি দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত শুধু পাট ও বস্ত্র কলগুলিতে দেয়া ভর্তুকির পরিমাণই দাঁড়িয়েছে দুই হাজার ছয়শো কোটি টাকা। পাটকলগুলোর লোকসানের পরিমাণ এক হাজার দুইশো কোটি টাকা এবং গৃহীত ঋণের পরিমাণ চার হাজার কোটি টাকা। অদূর ভবিষ্যতে এই ঋণ আদায়ের সম্ভাবনা থাকলেও লোকসান

পূরণের কোন ব্যবস্থাই নেই। সরকার সোনালী ব্যাংককে এক হাজার সাতশো কোটি টাকার বন্ড দিয়ে রেখেছে পাটকলগুলোকে ঋণ দেয়ার জন্য। টাকা ছাপিয়ে বা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে এই ঋণ প্রদান করলে স্বাভাবিকভাবেই মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হবে। শ্রমিকের ও শিক্ষিত চাকরিজীবী শ্রেণীর Relative Price অনেক কমে যাবে Real Wages বা Salary-র তুলনায়। এই কারণেই বাংলাদেশ সরকার বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি গ্রহণ করে কলকারখানাগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর তথা জনগণকে এর অংশীদার করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

দেশের স্বাধীনতার পর পরিত্যাক্ত সম্পত্তি সরকারি নিয়ন্ত্রণে এলে সরকারই সরাসরি ঐগুলির পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। শাসনতন্ত্রের তের অনুচ্ছেদে ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয় ও সমবায় মালিকানা স্বীকৃতি পায়। এখন পর্যন্ত বিরাষ্ট্রীকরণ নীতি বাংলাদেশে সফল হচ্ছে না এবং খোদ রাশিয়াতেও এটি এখন পর্যন্ত প্রস্তাব আকারে আছে। এমনকি সেখানে ছোট ছোট উৎপাদন ইউনিটগুলোতেও বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি সম্পূর্ণ কার্যকর হয়নি। জাতীয়করণকৃত কলকারখানাসমূহকে বাজার অর্থনীতিতে রূপান্তর করে লাভজনক করার জন্য এবং রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকেও বাজার অর্থনীতিতে রূপান্তর করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্য অনুকূলে আনার জন্য অনেক কিছুর পরিবর্তন প্রয়োজন। এই সকল পরিবর্তনগুলো উপলব্ধির জন্য রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উদ্ভব, ব্যর্থতা এবং বর্তমান অবস্থা প্রভৃতি জানা প্রয়োজন। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে এ সম্পর্কেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে।

পরিকল্পিত অর্থনীতি ও সিআইএস (রাশিয়া)

১৯১৭ সালে রাশিয়াতে বলশেভিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। দীর্ঘ অভ্যুত্থান শেষে ১৯২১ সালে ভ. ই. লেনিন ক্ষমতায় এসে নতুন অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy) চালু করেন (১৯২৪) যা ১৯২৬ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। এরপর যোসেফ স্টালিন ক্ষমতায় এলে প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। নতুন অর্থনৈতিক নীতি এবং পরবর্তী দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে রাষ্ট্রীয় মালিকানার নীতি সম্পূর্ণরূপে সফল হয়নি। এই নীতি

অনুযায়ী, ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদকগণকে অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয় এবং মূল্য নিরূপণে শুধু শ্রমিকের মজুরিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কারখানায় লোকসান হলে তা ভর্তুকী দিয়ে পুষিয়ে নেয়া হয়। ফলে বাজারে প্রতিযোগিতার মনোভাব কিংবা টিকে থাকার প্রশ্ন লোপ পায়, উৎপাদনে নতুনতর চিন্তা-চেতনা বিশেষ করে ব্যক্তিগত আগ্রহের অভাব প্রকট হতে থাকে। ১৯৮৫ সালে গর্বাচেভ ক্ষমতায় আসার পর যদিও সব কলকারখানাই লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে চলতে শুরু করে এবং বিরাষ্ট্রীয়করণ চেতনাও গুরুত্ব পায়, কিন্তু তথাপিও, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, দালানকোঠা প্রভৃতিকে পণ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়না, পণ্য বলতে শুধুমাত্র ভোগ্যপণ্যকেই বোঝায় তবে ঐগুলোকে পণ্য হিসেবে গণ্য না করলেও শুধু লাভ-লোকসানের হিসেবে উৎপাদনের পরিকল্পনার জন্যই কাঁচামাল, দালানকোঠার ভাড়া ও যন্ত্রপাতির মূল্য হিসেবে ধরা হয়, যাতে লোকসানে উৎপাদন না হয় এবং পুঁজি বাড়ে।

Marxist View (Utopian View) নিয়েই এই কার্যক্রম চালনা করা হয়। এর জন্য স্টেট কমিটি-র নাম ছিল ভেসেংকা এবং পরে একে গস্প্লান (Gosplan) এর সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়। পল্লীতে কৃষি-শিল্প, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, কুটির শিল্পের জন্য রাষ্ট্রিয় কমিটি থাকে। রাস্তা, খাল প্রভৃতি বিনা মজুরিতে শ্রমিকদের দিয়ে তৈরি করে অবকাঠামো মজবুত করা হয় (যেমন মায়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের দিয়ে এ ধরনের কাজ করানোর প্রচেষ্টা নিলে তারা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে)। জমিতে রাষ্ট্রিয় মালিকানা কায়েম হওয়াতে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তা ও খাল কাটায় কাজ করতে থাকে। এমনকি সবজি বাগান, হাঁস-মুরগী পর্যন্ত রাষ্ট্রিয় মালিকানায় আনা হয়। এর ফলে ১৯২১ সালে উৎপাদন ১৯১৩ সালের চাইতেও অনেক কমে যায়। অর্থাৎ ১৯১৩ সালে যেখানে রাশিয়া সমস্ত পূর্ব ইউরোপে খাদ্যের যোগান দিত সেখানে ১৯২১ সালে সে নিজেই খাদ্য সংকটে পতিত হয়। এমতাবস্থায় পূর্বোল্লিখিত নতুন অর্থনৈতিক নীতি গৃহীত হয় এবং অন্তত সবজি বাগানগুলো ব্যক্তি মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়া শুরু হয়। কার্ল মার্কস এর "Critique of the Gotha Programming" ক্ষেতে খামারে কার্যকর করা হয়। 'Quality' 'Efficiency and Quantity' দিয়ে কাজের পরিমাপ করা

হতো। একজন শ্রমিক কত ঘন্টা কাজ করে এবং ঘন্টাপ্রতি কতটুকু পরিমাণ কাজ করে এই হিসাবে মজুরি দেয়া হতো।

রাশিয়ার ধনী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ

১৯৭০ সালের দিকে বিশ্ব রাজনীতিতে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। এ সময় রাশিয়া নিজেকে বিশ্ব শক্তি মনে করতে থাকে এবং সামগ্রিকভাবে তার নাগরিক চাহিদা ও ভোগবাদিতা প্রবৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মত 'Cyclical Fluctuation' নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকায় Depression ধীরে ধীরে দীর্ঘ মেয়াদি হয়। যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম প্রভৃতির উৎপাদন বেড়ে যায় এবং ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন কমে যায়। ভোগ্যপণ্য আমদানীর প্রয়োজন দেখা দেয় এবং Commodity Aid-এর আশায় রাশিয়া আইএমএফ-এর সদস্য পদ লাভে সচেষ্ট হয়।

১৯৮৫ সালে গর্বাচেভ ক্ষমতায় এলে আবার নতুন অর্থনৈতিক নীতি-র মত ব্যবস্থা নিতে চেষ্টা করেন। আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা অনেকটা সংকুচিত করেন এবং বিশেষ করে বার্টারের বদলে মূল্য ও বাজার ব্যবস্থার প্রর্তন করেন। শুধু কৃষির Collective Farming-ই নয়, ছোট ছোট শিল্প ইউনিটগুলোতেও এই ধারা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চলে।

এর ফলে ভোগবাদিতা কমে যায় এবং শ্রমিকের ইনসেন্টিভ কমে যায়। এডিপি-র প্রবৃদ্ধির হার ১৯৯১-তে ১ শতাংশে নেমে আসে। কৃষিকার্য 'Collectivization' এর মাধ্যমে হলেও বাজার অর্থনীতির সবগুলো বৈশিষ্ট্য সিআইএস এখনও অর্জন করেনি। বর্তমানে এন্টারপ্রাইজ হতে অর্ডার ভাউচার গসপ্লান এ বিভিন্ন স্তর পার হয়ে যায় এবং ভোগ্যপণ্য বাজারে কম থাকলে পলিট ব্যুরো (যা গসপ্লানের চাইতে অনেক ক্ষমতাশালী) খুব কম সময়ই উৎপাদনের নির্দেশ দিয়ে থাকে। উচ্চ পর্যায় হতে এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপের ফলে ভোক্তারা তাদের চাহিদামত ভোগ্যপণ্য পায়না। গুড়া সাবানের চাহিদা না থাকলেও তা ক্রয় করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ তারা মুক্ত বাজারের ভোক্তাদের মতো পণ্য ক্রয়ের সন্তুষ্টিকে পূর্ণতা দিতে পারে না কাম্যতার তত্ত্ব অনুযায়ী।

বাজার অর্থনীতি, গণতন্ত্র ও বাংলাদেশ

বাজার অর্থনীতির মাধ্যমে গণতন্ত্রে উত্তরণ এবং জনগণের কল্যাণ সাধন সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতেও মুদ্রাস্ফীতি আছে, তবে তা 'disguised subsidy' বা ছদ্ম-ভর্তুকীর জন্য আঁচ করা যায় না। সেখানে বাজার দর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বেঁধে দেয়া হয়।

বাংলাদেশে ধীরে ধীরে দাম বাড়ার ফলে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বাড়ছে। 'Price escalation' এর জন্য এডিপি বরাদ্দ ও সংশোধিত বাজেট বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে মজুরি ও বেতন। এছাড়া বাংলাদেশ দেশি এবং বিদেশী পুঁজির জন্য একটি সম্ভাবনাময় বাজার। তাই শুধু অর্থশাস্ত্র অনুসারে নয় অর্থনীতির 'Rational Behaviour' অনুসারে ধার করা পুঁজির সুদ ও আসল সমেত 'Amortization Schedule' অনুসারে পরিশোধ করা উচিৎ। অপারগতায় কর্তৃপক্ষ হতে 'Moratorium Grant' করিয়ে নেয়া বাঞ্ছনীয়। ভোগ্যপণ্য ও শ্রমিকের বাজারেও Rational Behaviour আবশ্যক অর্থাৎ দাম বাড়লে কম কেনা এবং দাম কমলে বেশি কেনা। এবং সর্বোপরি প্রয়োজন উৎপাদনের রাজনীতি চালু করা। সম্পদ নয় শুধু পরিশ্রমকে পুঁজি করে বিশ্বের অনেক দেশ আজ অনেক এগিয়ে গেছে। যেমন, জাপান। সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ কম, সেখানকার জমিও তেমন উর্বর নয়। অথচ তারা শ্রমলব্ধ জলবিদ্যুৎ দিয়ে নানাবিধ ভোগ্যপণ্য থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক অসংখ্য পণ্যের অন্যতম উৎপাদক এবং বিক্রেতা। তেমনি জার্মানদেরও সৌভাগ্যের মূলে রয়েছে তাদের অমূল্য শ্রম। বেশি শ্রম, কম বিলাসিতা এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমেই বেকারত্ব দূর করে, উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানো সম্ভব।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সহাবস্থান করছে। বর্তমানে সমাজতন্ত্রকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচাররূপে প্রতিস্থাপিত করে গণতন্ত্রের সাথে এর সমন্বয়ের প্রক্রিয়া চলছে। তাই ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তি মালিকানা, কোথাও সমবায় মালিকানা আবার ক্ষেত্র বিশেষে রাষ্ট্রীয় মালিকানা বলবৎ আছে। যা দেশ এবং জনগণের প্রয়োজনের তাগিদেই। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং সময়ের বিবর্তনে বা জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে যে

কোনো মুহূর্তেই যে কোনো বিষয় পরিবর্তিত হতে পারে। তাই আমাদের সব সময়ই পরিবর্তিত অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য প্রস্তুত এমনিক ত্যাগ স্বীকার-এর জন্যও তৈরি থাকতে হবে।

বাজার অর্থনীতির অভাবে রাশিয়াতে যেমন তেমনি আমাদের অর্থনীতিতেও ফাঁকি দেবার সুযোগ বেশি। যে কারণে শ্রমিকেরা সরকারি মালিকানায় থাকতে বেশি আগ্রহী। ভর্তুকির জন্য দ্রব্যমূল্য কম বটে কিন্তু ক্রমবর্ধমান হারে মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে। ব্যক্তি মালিকানা এসবের অবসান ঘটাবে এবং Neoclassical Price Paradigm-এর রাস্তা পরিস্কার করবে।

তথ্য নির্দেশিকা

কল্লোল, হাসনাত কবীর-সম্পাঃ (১৯৯৭) *বাজার অর্থনীতি।* ঢাকা : সন্দেশ।

পাল, বিরূপাক্ষ (১৯৯৭) *মুক্তবাজার অর্থনীতি* ও বাংলাদেশ। ঢাকা : র‍্যামন পাবলিশার্স।

মাহমুদ, আনু (১৯৯৯) *মুক্ত বাজার, বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি।* ঢাকা : পরমা।

মুহাম্মদ, আনু (১৯৯৫) *বাংলাদেশের উন্নয়ন কি অসম্ভব?* ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন।